জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - মার্চ ২০০৮/০৩

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম উপগ্রহ কাজে আসতে পারে-জাতিসংঘ

* নগরায়ন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র দু'টোই বয়ে এনেছে-জাতিসংঘ

* বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সকল দেশের আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করা উচিত - জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান

* বশ্বের সীমিত পানির ব্যবহার ও সংরক্ষণে আরও উন্নত কৌশল তৈরির সময় এসেছে - বান কি-মুন

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম উপগ্রহ কাজে আসতে পারে-জাতিসংঘ

২০ মার্চ - এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর ভবিষ্যত দুর্যোগে অধিকতর প্রস্তুতিতে কৃত্রিম উপগ্রহ সাহায্য করতে পারে। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অগ্রগতি সাধনে কর্মরত জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা এ কথা উলে-খ করে।

গত দশকে সংঘটিত মারাত্মক দশটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ছয়টিই হয়েছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং এ অঞ্চলের জন্য জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP), গতকাল একটি তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের সুচনা করে, যার মুল আলোচ্যসুচি হল কিভাবে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সংগৃহিত তথ্যসমুহ আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

ব্যাংককে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত এই আঞ্চলিক সম্মেলনটিতে এ অঞ্চলের ২২ টি দেশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ যোগদান করেন। ২০০৬ সালে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ২১ হাজার প্রাণহানীর মধ্যে এক তৃতীয়াংশ এই দেশগুলোতে হয়। ESCAP এর ৫৩ টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ৮ টি দেশ বিশ্বের শীর্ষ ১০ টি ক্ষতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় আছে।

ESCAP এর সহকারি নির্বাহী সচিব শিগেরু মোকিদা সম্মেলনে তার সুচনা বক্তব্যে বলেন, "একটি কার্যকরি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্থকতা অনেকাংশেই কার্যকরি তথ্য ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভরশীল'।

তিনি আরও বলেন, সময়মত তথ্য সংগ্রহ করে ঝুঁকির পরিমান সম্পর্কে ধারণা প্রদান, পরিত্রাণ পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ও পুর্ব সতর্কতা, এমনকি উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের প্রস্তুতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও তা বাস্তবায়নে কৃত্রিম উপগ্রহ গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ESCAP একটি আঞ্চলিক উদ্দ্যোগ, Sentinel Asia এর সাথে যৌথভাবে কাজ করছে যাতে করে দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সংগৃহিত উপাত্তসমুহ আরও কার্যকরিভাবে ব্যবহার করা যায়।

নগরায়ন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জন্য প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র দু'টোই বয়ে এনেছে-জাতিসংঘ

১৯ মার্চ - আজ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক কমিশন বিবৃত করে যে, এই অঞ্চলের নজীর বিহীন নগরায়নের ফলে এ অঞ্চলের শহরগুলোতে প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র্যও বাড়ছে।

জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন যা এসকাপ নামে পরিচিত এতে প্রকাশিত, ' এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাৎসরিক পরিসংখ্যান' এ উলে-খ করা হয় যে, গত ১৫ বছর যাবৎ বিশ্বে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নগরগুলোতে জনসংখ্যা সবচেয়ে দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে।

ESCAP এর পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান পিট্রো গেনারি বলেন, 'এ প্রবৃদ্ধি আত্মঘাতি প্রভারের দিকে ধাবিত হচ্ছে।' আমরা দেখতে পাই যে বস্তিতে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে এবং নগরাঞ্চলে মানুষের বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্তির সামর্থের উপর নেতিবাচক প্রভাব

পড়ছে।

নগরাঞ্চলে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে দু'জন লোক বস্তিতে বাস করে এবং চীন, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের মত দেশে লক্ষণীয় যে, আনুপাতিকহারে এসব দেশে নগরাঞ্চলের জনগণের বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তির পরিমান খুবই কম।

জ্বালানী ব্যবহারের পরিমান বেড়ে যাওয়ায় এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিবেশের ওপর পরোক্ষ বোঝা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৯৯০ সালে মাথাপিছু অক্সিজেন নির্গমনের হার ১.৯ টন থেকে ২০০৪ সালে মাথাপিছু ৩.২ টনে উন্নীত হয়।

জনাব গেনারি অনুধাবন করেন যে মোট আভ্যন্তরীন উৎপাদনে (GDP) এর প্রতি এককের সাথে যদি এই নির্গমনকে হিসাব করা হয় তাহলে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড বিরাজিত অঞ্চল।

এ অঞ্চলে গাড়ী ব্যবহারের হার নাটকিয়ভাবে বেড়ে গেছে, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখলেও এর অনিষ্টকারী প্রভাব হল, এটা পরিবেশ দুষণের পরিমান অনেক গুনে বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্ষপঞ্জীতে বলা হয়েছে, যদিও এ অঞ্চলটি দম্ভোক্তি করে যে উন্নয়শীল দেশগুলোর মধ্যে এ অঞ্চলেই রেল লাইনের ঘনত্ব বেশি, তবুও এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্ধেকের ও কম দেশে বড় আয়তনের রেল ব্যবস্থা আছে।

বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে সকল দেশের আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষর করা উচিত - জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান

১৮ মার্চ – জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান আজ বিশ্বের সকল দেশকে সব ধরনের বর্ণ বৈষম্যের অবসান ঘটাতে আন্তর্জাতিক কনভেনশন স্বাক্ষর করতে এবং এগুলো প্রয়োগ সংক্রান্ত আইনকে শক্তিশালী করতে আহ্বান জানান। যাতে করে যারা এধরনের বৈষম্যের শিকার তারা যথাযথ ন্যায়বিচার পায়।

এ পর্যন্ত জাতিসংঘের ১৯২ টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ১৭৩ টি রাষ্ট্র এই কনভেনশন অনুমোদন করেছে, কিন্তু অনেকগুলো রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক আপত্তিসহ চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। ১৯৬৯ সালে কার্যকর হওয়া এই কনভেনশনটি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রথম মানবাধিকার বিষয়ক চুক্তি।

জেনেভাতে একটি উচ্চপদস্থ প্যানেলের সাথে কথা বলার প্রাক্কালে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার লুইস আরবার বলেন, এখন সময় এসেছে সব দেশের এই চুক্তি স্বাক্ষর করার এবং অন্য দেশগুলো তাদের আপত্তিগুলো তুলে নেয়ার এবং চুক্তির তত্ত্বাবধায়ক কমিটির অভিযোগ এখতিয়ারসমূহ গ্রহণ করার।

২১ মার্চ উদযাপিত হতে যাওয়া আন্তর্জাতিক বর্ণ বৈষম্য অবসান দিবস উপলক্ষ্যে সমবেত হওয়া প্যানেলকে তিনি বলেন, 'অনেক সংঘর্ষের মুল কারণ বর্ণবাদ'। এটা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। বর্ণবাদ থেকেই স্বেচ্ছাচারিতা ও সবধরনের অসহিষ্ণুতার উদ্ভব হয়।

মিজ আরবার উলে-খ করেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে সার্পভ্যাল নৃশংস হত্যাকান্ডের ৬ বছর পর সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৬৬ সালে ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বর্ণ বৈষম্য অবসান দিবস হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশ্বে গুরুত্বপুর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

সার্পভ্যাল গোলাগুলির ৪৮ বছর অতিবাহিত হলেও বিশ্বের কোন দেশ নিজেকে বর্ণবাদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে মুক্ত বলে দাবি করতে পারে না।

হাই কমিশনার ২০০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত বর্ণবাদ বিরোধী, বর্ণ বৈষম্য, বিদেশীদের প্রতি অহেতুক ভয় এবং এ সংক্রান্ত অসহিষ্ণুতা বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের পরবর্তী প্রক্রিয়ার আলোচনা চালিয়ে যেতে সকল পক্ষকে গঠনমুলকভাবে অংশ নিতে আহ্বান জানান।

এ বছর আন্তর্জাতিক বর্ণ বৈষম্য অবসান দিবসের প্রতিপাদ্যটির মুল কথা হলো মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বর্ণ বৈষম্য দুর করা। মিজ আরবার বলেন, এটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আইনের অধীনে সমতা এবং আইনের সমসংরক্ষণ, বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কেন্দ্রীয় ভিত্তি।

বিশ্বের সীমিত পানির ব্যবহার ও সংরক্ষণে আরও উন্নত কৌশল তৈরির সময় এসেছে- বান কি-মুন

১৭ মার্চ – জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বলেন, পানিকে আরও যথপোযুক্তভাবে ব্যবহার করতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কৌশল উদ্ভাবন শুরু করা এবং নিরপেক্ষভাবে তা বিনিময় করা প্রয়োজন। মহাসচিব সতর্ক করে দিয়ে বলেন, যদি শীঘ্রই এ উদ্যোগ শুরু না হয় তাহলে ভবিষ্যতে বিশ্বে পানির স্বল্পতা থেকে সৃষ্ট সমস্যাসমুহ বর্তমান সময়ের চেয়ে বহুগুন বেড়ে যাবে।

জনাব বান আজ বিশ্ব পানি দিবস উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে ভারতের চেন্নাই থেকে প্রকাশিত দি হিন্দু পত্রিকার একটি মন্তব্য কলামে পানির আরও উন্নত ব্যবহার ও সংরক্ষণের জন্য বিশ্বের সরকার, সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী শ্রেণী ও ব্যাক্তি বিশেষ সবাইকে পারস্পারিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে আহ্বান জনান।

তিনি লিখেন, "আমরা এধরনের সচেতনতা তৈরির একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে আছি।" তবে আমরা কিছু উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে বেসরকারি পর্যায়ে। বহুদিন থেকে কর্পোরেশনগুলোকে অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন যন্ত্র থেকে নির্গত

ধোঁয়া বায়ু দুষিত করে, কারখানা থেকে নিষ্কাশিত ময়লা পানি নদীর পানির ক্ষতি সাধন করে। তবে বর্তমানে এ অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। ব্যবসায়িক সম্প্রদায় আরও বেশি করে সমস্যার কারণ না হয়ে সমাধানের অংশ হতে কাজ করে যাচ্ছে।

জনাব বান এ মাসের শুরুতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাপ্রনদিত করপোরেট নাগরিকত্বের উদ্যোগ The UN Global Compact এর নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত সমাবেশে, বিশ্বের পানি সংকটের বিষয়টি উত্থাপন করেন।

তিনি উলে-খ করেন যে, বিশ্বের ধনী কিংবা দরিদ্র বহু অঞ্চলে কিভাবে বিশুদ্ধ পানির স্বল্পতা সৃষ্টি হচ্ছে তা বোঝাতে কেবলমাত্র তত্ত্বাবধানে পানি ব্যবহার হচ্ছে এ ধারনা থেকে বেরিয়ে আসাটা গুরুত্বপুর্ণ ছিল।

আন্তর্জাতিক সতর্কতা (International Alert) বিশ্বের ২.৭ বিলিয়ন জনগণের আবাসস্থল ৪৬টি দেশকে চিহ্নিত করেছে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি বিষয়ক সংকট, সহিংস সংঘর্ষ সৃষ্টির উচ্চ ঝুঁকি তৈরি করেছে। এছাড়াও বিশ্বের অন্য ৫৬টি দেশের ১.২ বিলিয়ন জনগণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে আছে। সব মিলিয়ে বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।”

মহাসচিব বলেন, শুধুমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তণ এই অবস্থার তীব্রতাই শুধুই বাড়িয়ে দেবে। বিশ্বে ইতোমধ্যে প্রতি ২০ সেকেন্ডে একজন শিশু বিশুদ্ধ পানির অভাব জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করছে।

জনাব বান বলেন, অতি নিম্নমানের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় যারা বসবাস করছে তাদের সাহায্য করলে তা কেবল মৃতের সংখ্যাই কমাবে না, বরং সেই সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ, দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিতকরণে সহযোগিতা করবে।

** ** **